সমকাল

তারিখ ... 07 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ...১৭... কলাম ...৫...

সরকারি স্কুল স্থাপন করা হবে ছিটমহলে

■ সমকাল প্রতিবেদক

সরকার অনুমোদিত চলমান '১৫০০ বিদ্যালয় নির্মাণ প্রকল্প' স্থগিত রেখে বাকিগুলো ছিটমহলে নির্মাণ করা হবে। এ লক্ষ্যে প্রকল্পের পরিপত্র অনুযায়ী জেলা প্রশাসকদের যথাযথ প্রস্তাব পাঠাতেও অনুরোধ জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। গতকাল বৃহস্পতিবার সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির বৈঠকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই– এমন গ্রামে একটি করে বিদ্যালয় নির্মাণে এই প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল। প্রকল্প শুরুর সময় সার্ভে করে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই এমন ১৯৭৪টি গ্রাম নির্বাচন করে প্রস্তুত করা হয়েছিল প্রকল্প।

গতকালের বৈঠকের কার্যপত্রে জানা গেছে, এই প্রকল্পের আওতায় ১০৮৭টি বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ে ১৯০টি বিদ্যালয়ের নির্মাণ চলমান রয়েছে এবং ৪২টির টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন। এ ছাড়াও মামলা ও অন্যান্য কারণে ৯২টির নির্মাণ কাজ স্থগিত রয়েছে। বাকি ৮৯টি তথ্য সংগ্রহের পর্যায়ে রয়েছে। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ছিটমহল এলাকায় বিদ্যালয় নির্মাণ প্রকল্পের পরিপত্র অনুযায়ী প্রস্তাব পাঠানোর জন্য জেলা প্রশাসকদের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এর আগে ২৭ জুলাই অনুষ্ঠিত কমিটির বৈঠকে সভাপতি মোতাহার হোসেন জানিয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে এ নিয়ে তার আলোচনা হয়েছে। প্রকল্পের বাকি বিদ্যালয় নির্মাণ স্থগিত রাখার প্রস্তাব দিয়ে তিনি এগুলো ছিটমহল এলাকায় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিয়েছেন। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার কথাও জানান তিনি। মোতাহার হোসেন বলেন, জমি পাওয়া সাপেক্ষে ছিটমহলে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রথম শ্রেণী হচ্ছে না সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের পদ : সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের (এইউইও/এটিইও) পদটি প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করা হচ্ছে না বলে কমিটিকে জানিয়েছে মন্ত্রণালয়। কমিটিও মন্ত্রণালয়ের ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত পোষণ করেছে। তারা বলেন, বাস্তবতার খাতিরেই এই পদ কোনোক্রমেই প্রথম শ্রেণীতে উন্নীতকরণের সুযোগ নেই। এটা করা হলে প্রশাসনে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে কমিটির সদস্য আ খ ম জাহাঙ্গীর হোসাইন বলেন, এইউইও/এটিইওদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীতকরণের কোনো সুযোগই নেই। এর আগে সংসদীয় কমিটি না হলেও অনেকটা গায়ের জোরে এ বিষয়ে সুপারিশ করেছে।

বই ছাপানোর কাজ মনিটরিং করবে সংসদীয় কমিটি : প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বই ছাপাতে এনসিটিবির কার্যক্রমে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি। চলতি বছরের বই ছাপানোর কাজ তদারকি, মানসম্মত কাগজ নিশ্চিত, সময় মতো শিক্ষার্থীদের কাছে বই পৌঁছানো ও দুর্নীতি রোধে কার্যকর মনিটরিংয়ের জন্য সংসদীয় সাব-কমিটিকে সুপারিশ করা হয়েছে।

গতকাল সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত কমিটির বৈঠকে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম বাবু। তিনি বলেন, সর্বনিম্ন দরদাতাদের দিয়েই কঠোর মনিটরিংয়ের মাধ্যমে মানসম্পন্ন বই ছাপানো সম্ভব বলে কমিটি মত দিয়েছে।